﻿﻿﻿﻿মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য আরো নতুন ১৪ হাজার আশ্রয় শিবির তৈরি করবে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ জানায়, মিয়ানমার সীমান্তের পাশে কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের পাশে ২ হাজার একর (৮০০ হেক্টর) জমিতে একটি বিশাল ক্যাম্প তৈরি করা হবে।

৪ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর জন্য ১৪ হাজার আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ১০ দিনের মধ্যে এসব আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। প্রতিটি আশ্রয় শিবিরে ছয়টি রোহিঙ্গা পরিবারের ঠাঁই হবে।

কক্সবাজারের টেকনাফসহ বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে নাফ নদী পার হয়ে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আসতে শুরু করে।

কুতুপালং ও বালুখালী ক্যাম্পে

কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফের ১২টি অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়া মিয়ানমারের বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৫টি ক্যাম্পের মাধ্যমে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধন কাজ এগিয়ে চলছে। পাসপোর্ট অধিদপ্তর এ নিবন্ধন কাজ বাস্তবায়ন করছে।

রবিবার কুতুপালং ক্যাম্পে ৭১৭ জন পুরুষ ও ২০৩ জন মহিলাসহ মোট ৯২০ জন, নোয়াপাড়া ক্যাম্পে ১ হাজার ১০ জন পুরুষ ও ৮৪৬ জন মহিলাসহ মোট ১ হাজার ৮৫৬ জন, থাইংখালী ক্যাম্পে ৭৮৪ জন পুরুষ ও ৩৬৪ জন মহিলাসহ মোট ১ হাজার ১৪৮ জন, বালুখালী ক্যাম্পে ৮৪৯ জন পুরুষ ও ১৯৮ জন মহিলাসহ ১ হাজার ৪৭ জন, লেদা ক্যাম্পে ১ হাজার ১৪৪ জন পুরুষ ও ৮১৯ জন মহিলাসহ মোট ১ হাজার ৯৬৩ জনের বায়োমেট্রিক নিবন্ধন করা হয়েছে।

কোথাও জায়গা না পেয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ৭২টি স্কুল-মাদ্রাসায় আশ্রয় নেওয়া হাজার হাজার রোহিঙ্গা এসব আশ্রয় কেন্দ্রে মানবেতর অবস্থায় দিনযাপন করছেন।